



## 163476 - হারামসমূহের সম জাতীয় জনিসি কি জান্নাতে থাকবে?

### প্রশ্ন

মুসলমানকে হারাম কাজকে থেকে দূরে থাকার নরিদশে দেওয়া হয়েছে; কেননা সে জান্নাতে সটো পাবে— এ কথাটি কি সঠিকি য়ে, দুনিয়াতে হারাম বযিয়াবলী ও নযিদিধ ভোগসমূহ আখরিাতে জায়যে ও বধৈ। কারণ এমন কছি ভোগরে বযিয় আছে যমেন-সমলঙ্গিরে প্ৰতি ভালোবাসা যা দুনিয়া ও আখরিাতে নযিদিধ। কভিবে একজন মুসলমি এটা থেকে নবিত হতে পারনে; যখন সে আখরিাতেও সটো পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ? দুনিয়াতে এ কর্মটি ত্যাগ করার শক্তিশালী প্ৰরেনা কী হতে পারে?

### প্ৰয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

“মুসলমানকে হারাম কাজকে থেকে দূরে থাকার নরিদশে দেওয়া হয়েছে; কেননা সে জান্নাতে সটো পাবে” সাধারণ অর্থ ধরে বুঝতে গেলে এ কথাটি সঠিকি নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর যা কছি হারাম করছেন সটোর সবকছি আখরিাতে পাওয়া যাবে— এমনটি নয়। বরং নরিদযিট কছি বযিরে ক্ষতেরে এটি উদধৃত হয়েছে; যমেন—রশেমী কাপড় পরধিন নযিদিধ করা, মদ পান করা নযিদিধ করা, স্বরণ ও রটোপ্যরে পাত্ৰে পান করা নযিদিধ করা ইত্যাদি ক্ষতেরে। কারণ মুসলমি এ জনিসিগুলো আখরিাতে পাবে; আল্লাহর রহমতরে সাথে যভোবে উপযুক্ত ও সেই বাসস্থানের সাথে যভোবে উপযুক্ত সভোবে পাবে। কারণ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বরণতি হয়েছে য়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রশেমি কাপড় পরধিন করছে সে ব্যক্তি আখরিাতে তা পরতে পারবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করছে সে ব্যক্তি আখরিাতে তা পান করতে পারবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বরণ-রটোপ্যরে পাত্ৰে পান করছে সে ব্যক্তি আখরিাতে এ পাত্ৰদ্বয়ে পান করতে পারবে না।” এরপর তিনি বলেন: “জান্নাতীদরে পোশাক, জান্নাতীদরে পানীয় ও জান্নাতীদরে পাত্ৰ”। [নাসাঈ-এর সংকলতি “আস-সুনানুল কুবরা” (৬৮-৬৯); আলবানী “আস-সলিসলিাতুস সাহহি” গ্রন্থে (৩৮৪) হাদসিটিকে সহহি বলছেন।

হারাম জনিসিরে সম জাতীয় জনিসি জান্নাতে থাকলেও কোন কোন আলমেরে মতে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ঐ হারাম কর্মে লপ্ত হবো আখরিাতে সে ব্যক্তি ঐ জনিসিটি না পাওয়াই হচ্ছো— তার শাস্তি; যমেন- গান শূনা ও অবধৈ কোন নারীকে উপভোগ করা।



ইবনে রজব আল-হাম্বলি (রহঃ) বলেন:

“যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার কামনা-বাসনা থেকে রোযা (নব্বিত) থাকবে মৃত্যুর পর সে ব্যক্তি এগুলো দিয়ে ইফতার করবে। যে ব্যক্তি তার উপর যা হারাম করা হয়েছিল মৃত্যুর পূর্ববর্তে সেটা গ্রহণ করতে তাড়াহুড়া করে ফলেছে আখরিতে তাকে সেটা থেকে বঞ্চিত করা ও না-দয়োগেই তার শাস্তি। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “(তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তোমাদের ভাল জনিসিগুলো দুনিয়ার জীবনেই নিয়েছো এবং তা উপভোগ করছো।” [সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত: ২০] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করেছে সে ব্যক্তি আখরিতে পান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রশেমি কাপড় পরাধীন করেছে সে ব্যক্তি আখরিতে পরাধীন করবে না।” [‘লাতায়ফুল মাআরফি’ (পৃষ্ঠা-১৪৭) থেকে সমাপ্ত]

ব্যভিচারী উপর যে শাস্তিগুলো আবর্তিত হয় সেগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: “সে শাস্তি মধ্যে রয়েছে: ব্যভিচারী ব্যক্তি জান্নাতে-আদন-এ উত্তম বাসস্থানসমূহে ডাগরচোখা হুরদেরকে উপভোগ করা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। আল্লাহ তাআলা যদি দুনিয়াতে রশেমি কাপড় পরাধীনকারীকে কয়ামতের দিন রশেমি কাপড় পরা থেকে বঞ্চিত করার শাস্তি দ্বিনে, দুনিয়াতে মদপানকারীকে আখরিতে মদপান থেকে বঞ্চিত করার শাস্তি দ্বিনে। অনুরূপ শাস্তি দ্বিনে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নষিদি ছবি দেখা উপভোগ করবে তাকেও। বরং দুনিয়াতে বান্দা যে যে হারাম কাজকে উপভোগ করবে কয়ামতের দিন বান্দা সম ধরণে নয়োমত থেকে বঞ্চিত হবে।” [রওয়াতুল মুহবিবীন (৩৬৫-৩৬৮) থেকে সমাপ্ত]

আর পুরুষ-পুরুষে ও নারীতে-নারীতে যৌনকর্ম আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের উপর দুনিয়াতেও হারাম করছেন এবং জান্নাতবাসীগণ এ ধরণে কুকর্ম থেকে পবিত্র।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।